নীলমণি রহস্য

রেদওয়ান সামী

স্বরবর্ণ

নীলমণি রহস্য
(বিদেশি গল্প অবলম্বনে)
রেদওয়ান সামী

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০২১
প্রকাশক
স্বরবর্ণ
৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭৮৭-০০৭০৩০
Email : info.shoroborno@gmail.com
পরিবেশক
মাকতাবাতুল হাসান
অনলাইন পরিবেশক : rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
মূল্য : ৫৫ টাকা

©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

Neelmoni Rahasya By Redwan Samy, Published by : Shoroborno, 1st Edition : March 2021, Price Tk. 55, ISBN : 978-984-8012-76-5

অর্পণ

কেউ কেউ এমনও আছে, অন্যের প্রতি যার স্নেহ, ভালোবাসা আর মায়ার ঘড়া কানায়কানায় ভরা। কিন্তু মুখের কথায় ভালোবাসার খই ফোটে না, কিংবা নাচে না চোখের তারায় মায়ার বকুল।

আমাদের বাবা তেমনই একজন। বাবা কোনোদিন আমাদের নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাননি, স্কুল মাদরাসার কায়কারবার মা-ই দেখেছেন সব। আমার মনে পড়ে না, আমি কখনও বাবার হাত ধরে হেঁটেছি কি না। কখনো সখনো হাটে-বাজারে গিয়েছি বটে, তবে সেটা নেহায়েত জরুরতে।

আমাদের বাবা এমনই একজন মানুষ। তবু মনে হয়, বাবার হৃদয়টা আস্ত একটা স্নেহের রাজপ্রাসাদ। সে প্রাসাদে বাবা লুকিয়ে রেখেছেন আমাদের জন্য অঢেল ভালোবাসা, মায়া আর স্নেহের হাস্নাহেনা।

হাসান। দুঃসাহসী এক কিশোর। সাহসের বারুদ বলা যায় তাকে। তা না হলে কী আর এমন একটা দুঃসাহসী অভিযানে যেতে পারে সে? সে এক লম্বা ঘটনা।

হাসান থাকে ছোট্ট একটা গ্রামে। মায়ের সঙ্গে। ছোট্ট একটা ঘর তাদের। কুঁড়েঘরের মতোই ছোট। এই ঘরেই মা আর ছেলের দিন কেটে রাত আসে, রাত গিয়ে দিনের দেখা মেলে। হাসানের মা ঝুড়ি বানায়। সেইসব ঝুড়ি হাসান হাটে নিয়ে বিক্রি করে। এতে যা উপার্জন হয় তা দিয়ে বেশ ভালোই চলে তাদের মা ছেলের ছোট্ট সংসার।

হাসান তখন ছোট। একবারের কথা। দেশে গন্ডগোল বাধল। বিশাল গন্ডগোল। কিছু লোক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। গাঁ-গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহের গরম হাওয়া। এই গন্ডগোলের মধ্যে পড়ে মারা যায় হাসানের বাবা। বাবার কথা খুব একটা মনে নেই তার। তখন তো সে অনেক ছোট। বাবার চেহারাটা কেমন ছিল, মাঝে মাঝে সেটাও মনে করতে পারে না হাসান।

হাসান এখনো ঝুড়ি বানানো শেখেনি। বিল থেকে সে নলখাগড়া কেটে আনে। মাপ মতো কেটে কেটে মায়ের সামনে রাখে। মা এসব দিয়ে ঝুড়ি বানায়, ব্যাগ বানায়, বসার জন্য মোড়া বানায়, আরও বানায় পাখির খাঁচা। হাসান বসে বসে দেখে। কী সুন্দর করে মা এসব বানায়। হাসান অবাক হয়ে দেখে মায়ের এমন শিল্পকর্ম। দেখতে দেখতে একসময় হাসানও শিখে যায় বানানো। এখন তারা আগের চেয়ে আরও বেশি ঝুড়ি বানায়। আগের চেয়ে আরও বেশি টাকা উপার্জন হয়।

একদিন মা হাসানকে ডেকে বললেন,

হাসান, যা তো বাবা, দক্ষিণের ঘর থেকে তোর দাদার বড় দা টা নিয়ে আয়। ছোট দায়ের ধার পড়ে গেছে। বড় বড়, মোটা নলখাগড়াগুলো এটা দিয়ে কাটা যায় না।

দক্ষিণের এই ঘরটা ছিল হাসানের দাদার। বছর কয়েক আগে তিনি ইনতেকাল করেছেন। এরপর থেকে ও ঘরে আর থাকে না কেউ। প্রয়োজনীয় এটা ওটা রাখা হয়। এখন এটা একটা গুদামঘর।

গুদামঘরের দরজাটা ধাক্কা দিতেই ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে সেটা খুলে গেল। প্রথমে হাসান কিছুই দেখতে পেল না। ঘরের ভেতরটা অন্ধকারে ঠাসা। চালের ফুটো, বেড়ার ফাঁকফোকর দিয়ে সরু আলো আসছে। যেন কেউ টর্চ মারছে। খানিকপর অন্ধকার সয়ে এলো হাসানের চোখে। এখন সে আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছে। আবছা আলোয় সে দেখতে পেল, ছোট-বড় কয়েকটা দা ঝুলিয়ে রাখা